সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ	৫
শির্ক ও মূর্তিপূজা অমার্জনীয় গুরুতর অপরাধ	৭
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ বর্জন করার পরিণতি	১১
মসজিদুল হারাম তথা কা'বা ঘরের মর্যাদা	১২
হেদায়াতপ্রাপ্ত উম্মত যেভাবে হেদায়াত বঞ্চিত হয়	১৭
কুরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরো	১৯
রাসূলুল্লাহ (সা) এক যুগান্তকারী মহাবিপ্লব ঘটালেন	২১
যে কোনো জাতির উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী	২২
তোমাদেরকে স্বচ্ছ-সরল পথের উপর রেখে গেলাম	২৩
মুসলিম উম্মাহ্র শক্তির উৎস সন্ধান	২৫
মুসলমানদের হাত থেকে কুরআন ছিনিয়ে নাও	২৬
ওদেরকে খৃস্টান বানাও, দোভাষী বানাও	২৭
ওদের ধর্ম গ্রহণ না করলে তারা তোমার প্রতি 'রুষ্ট' থাকবে	২৯
ওরা তোমাদের ঈমানহারা করতে চায়	৩০
পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা মুসলমানদের গ্রাস করেছে	৩২
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কী দিয়েছে?	৩৩
কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের যা দিয়েছে	৩৪
মুসলিম অন্তরের হৃদয় বিগলিত আকুতি	৩৫
আমাদের উপর পাশ্চাত্যের আছে শুধু সমরাস্ত্রের প্রাধান্য	৩৬
তোমাদের জন্য আশংকা করি পথভ্রষ্ট শাসকগোষ্ঠীর	৩৬
নেতৃস্থানীয়, সম্পদশালী ও প্রভাবশালীদের দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট হয়	৪০

অতীত কালেও ইসলামের প্রচারকগণ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন	৪৫
এটি স্বৈরাচারী যুগ অতঃপর খেলাফতের যুগ	৪৭
নবী-রাসূলগণ রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিতেন	৪৮
শাসনকালের পাঁচটি স্তর	৪৮
স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কিছু দৃষ্টান্ত	৫০
আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন	৫২
অচিরেই পুরো মানবজাতি ইসলাম গ্রহণ করবে	৫৪
হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন কি অত্যাসন্ন ?	৫৫
হাদীসে ঈসা (আ)-এর পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ	৫৮

আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ম হিজরীর ১৭ রমযান রক্তপাতহীনভাবে মক্কা জয় করলেন। তখন কা'বা শরীফের চত্বরে বিভিন্ন আরব গোত্রের ৩৬০ মূর্তি কা'বা ঘরকে বেষ্টন করে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلاثَ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ نَصَبًا. فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তখন বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা সেগুলোকে খোঁচা দিতে দিতে তিলাওয়াত করতে থাকেন– "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যার বিলুপ্তিই অবশ্যম্ভাবী" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১; সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাব ৩২, নং ২৪৭৮; তাফসীর সূরা বনী ইসরাঈল, বাব ১২, নং ৪৭২০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৩২, ইযালাতিল আসনাম মিন হাওলিল কা'বাহ, নং ৪৬২৫/৮৭; তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা বনী ইসরাঈল, নং ৩১৩৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ, পৃ.৩৭৭, নং ৩৫৮৪)।

এই কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন পিতা-পুত্র দু'জন নবী হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসমাঈল (আ) এক লা শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য। সেই মহান পবিত্র ঘর মূর্তির আস্তানা হলো কীভাবে?

হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের পাশে হযরত হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে রেখে যাবার সময় দু'আ করেছিলেন (কুরআনের ভাষায়) :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِناً وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

"ইবরাহী যখন বললেন, হে প্রভু! তুমি এই (মক্কা) শহরকে নিরাপদ রাখো এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করো। হে প্রভু! এসকল মূর্তি তো অসংখ্য মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে (সেক্ষেত্রে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি তো আমার কতক বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট ফসলহীন অনুর্বর ভূমিতে বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের প্রভু! তারা যেনো নামায কায়েম করে। আপনি কতক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে" (সূরা ইবরাহীম : ৩৫-৩৭)।

দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ হযরত হাজেরা (রা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) জন-মানবহীন, গাছপালা-তরুলতাহীন অনুর্ভর ভূমিতে সাথে এক থলে খেজুর ও এক কুজা পানি দিয়ে রেখে গেলেন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের এই নিদারুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য উপলব্ধি করা গেলেও ভাষায় বর্ণনা করা সুকঠিন। কে জানতো, এই

সহায়-সম্বলহীন মাতা-পুত্রের উসীলায় এখানে গড়ে উঠবে পৃথিবীর সর্বোত্তম নিরাপদ নগরী মক্কা মুকাররামা। আল্লাহ তায়ালা এই শহরের নামকরণ করেছেন 'বালাদুল আমীন' (দ্র. সূরা ৯৫ : ৩)। তিনি আরো বলেছেন, "যে লোকই এখানে প্রবেশ করবে সে পূর্ণ নিরাপদ" (দ্র. সূরা ৩ : ৯৭)।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

"আমি যখন ইবরাহীমের জন্য কা'বা ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম (তখন বললাম), আপনি আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবেন না এবং তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। আর আপনি লোকজনের মধ্যে হজ্জ করার ঘোষণা দিন, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে" (সূরা হজ্জ: ২৬:২৭)।

শির্ক ও মূর্তিপূজা অমার্জনীয় গুরুতর অপরাধ

দীন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো 'তাওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিরংকুশভাবেই যে কোনো দিক থেকে এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল যুগের নবী-রাসূলগণের মূল দাওয়াতই ছিল,"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই" (৭ঃ ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫; ১ : ৫০,৬১,৮৪)। শির্ক তথা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁরা নিরন্তর সংগ্রাম সাধনা করেছেন এবং তাওহীদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। শির্ক অর্থাৎ অংশীবাদিতা বা মূর্তিপূজার অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا.